1) সমাজকর্ম কি ? সমাজকর্মের উদ্দেশ্য কি ? সমাজকর্মের পরিধি ও কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন। দাতব্য আর পরোপকার বলতে কী বোঝায় ? 4 + 4 + 6 + 4 = 18

"সামাজিক কাজ হল একটি অনুশীলন-ভিত্তিক পেশা এবং একটি একাডেমিক শৃঙ্খলা যা সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি এবং মানুষের ক্ষমতায়ন ও মুক্তিকে উৎসাহিত করে। সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি, মানবাধিকার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা সামাজিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু। সমাজকর্ম, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিকতা এবং দেশীয় জ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা আবদ্ধ, সামাজিক কাজ মানুষের এবং কাঠামোকে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং সুস্থতা বাড়াতে নিযুক্ত করে। "

সামাজিক কাজের অনুশীলনে মানুষের বিকাশ, আচরণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং মিথস্ক্রিয়া বোঝার অন্তর্ভুক্ত। পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করা সামাজিক কর্ম পেশাদাররা নিম্নলিখিত সামাজিক প্রভাবগুলি প্রদান এবং অগ্রসর করতে সহায়তা করেছে : -

i) নাগরিক অধিকার
ii) বেকারত্ব বীমা
iii) অক্ষমতা বেতন
iv) কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ
v) মানসিক স্বাস্থ্য কলঙ্ক হ্রাস
vi) মেডিকেড এবং মেডিকেয়ার
vii) শিশু নির্যাতন এবং অবহেলা প্রতিরোধ
viii) স্বয়ংসম্পূর্ণতা তৈরি
ix) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
x) উন্নয়ন ও সামাজিক কর্মসূচির সুযোগ তৈরি

<u>সমাজকর্মের উদ্দেশ্য</u> : -

সমাজকর্মীরা বেশিরভাগের সাথে কাজ করে সমাজের অরক্ষিত ও প্রান্তিক মানুষ, তাদের অধিকারের প্রচার, বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তাদের জীবনের মান উন্নত করা। যখন সমাজকর্মীরা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে এবং সেটিংস এবং বিভিন্ন কাজের ভূমিকায়, তারা ভাগ করে নেয় একটি সাধারণ উদ্দেশ্য যা উন্নত করা এবং ব্যক্তির সামাজিক সুস্থতা রক্ষা করা, পরিবার এবং সম্প্রদায়। সমাজকর্মীরা এটা করে জনগণকে তাদের নিজস্ব জীবন পরিচালনা করার ক্ষমতা দিয়ে; মানুষের স্বাধীনতার প্রচার; সমর্থন মানুষের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণ সমাজ এবং মানুষকে নিরাপদ ও ভালো রাখতে সাহায্য করে। এই সেবা অন্তর্ভুক্ত অন্যদের, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচার, সম্মান মর্যাদা এবং ব্যক্তির মূল্য, স্বীকৃতি মানুষের সম্পর্কের গুরুত্ব এবং সততা ও দক্ষতা বজায় রাখা।

এছাড়াও সমাজকর্মের মূখ্য উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ –

i) মানসিক সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য।

ii) মানবিক চাহিদা পূরণ করতে।
iii) মানসিক সমস্যার সমাধান করতে।
iv) স্বয়ংসম্পূর্ণতা তৈরি করা।
v) সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক তৈরী ও শক্তিশালী করা।
vi) সংশোধনমূলক এবং বিনোদন মূলক পরিসেবা ব্যবস্থা করা।
vii) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশ করা।
viii) সামাজিক এবং সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির সুযোগ প্রদান করা।
ix) ব্যক্তি বৃদ্ধি ও বিকাশের অনুকূল পরিবেশ পরিবর্তন করা।
x) সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা।
xi) মানসিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

উপরের সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করে এই মর্মে আমরা উপস্থিত হতে পারি যে সমাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য ব্যাক্তি এবং তার প্রতিবন্ধী সত্তাকে সক্ষম করা যাতে তাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সুস্থ জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত করে তোলা যায় তার পাশাপাশি তার জন্য তাকে সামাজিক পরিবেশে সুস্থ-সবল ভাবে যাতে বাঁচতে পারে সেজন্য তার পরিবেশ গঠন করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সে যেন সুখী ও পর্যাপ্ত জীবন-যাপন উপভোগ করতে পারে সেজন্য তাকে তার পরিবেশ প্রদানে সহায়তা করা।

<u>সমাজকর্মের পরিধি ও কার্যাবলী</u> : -

সামাজিক কাজের উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করা যাতে তারা নিজেরাই তাদের সমস্যা মোকাবেলা করে ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে। এটি উভয়ই বিজ্ঞান এবং একটি শিল্প। সামাজিক কাজ হল বিজ্ঞান যে অর্থ থেকে নেওয়া জ্ঞান, বিভিন্ন শৃঙ্খলা, একজন সমাজকর্মী এবং জ্ঞানের শরীর গঠন করে এই তাত্ত্বিক ভিত্তিটি ব্যবহার করে মানুষকে সাহায্য করার জন্য অর্থাৎ অনুশীলনের জন্য। কি তত্ত্ব অনুশীলন করতে হবে এটি করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা - দক্ষতা হিসাবে, পরিচিত। অতএব, নির্বাচিত জ্ঞান, কাজের মান, একটি পেশাদার পরিষেবাতে রূপান্তরিত করতে হবে। একজন সমাজকর্মীকে ক্লায়েন্টদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তার উচিত ইন্টারভিউ এবং রিপোর্ট নথিভুক্ত করা। সমস্যা নির্ণয় করতে সক্ষম হওয়া উচিত অর্থাৎ, সমস্যার কারণ খুঁজে বের করা এবং অবশেষে একটি চিকিত্সা জনিত কাজ করা উচিত।পরিকল্পনা সমস্যার একটি মূল্যায়ন, এর সমাধানের জন্য পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নএবং ফলাফলের মূল্যায়ন হল সামাজিক কাজের সাথে জড়িত চারটি প্রধান পদক্ষেপ।

সামাজিক কাজের পদ্ধতিগুলি হল : -

1) সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ
2) সামাজিক দলের কাজ।
3) সম্প্রদায় সংগঠন।
4) সামাজিক কাজ গবেষণা।
5) সমাজকল্যাণ প্রশাসন।
6) সামাজিক কর্ম

প্রথম তিনটি সরাসরি সাহায্য করার পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত এবং শেষ তিনটি গৌণ পদ্ধতি বা সহায়ক পদ্ধতি। এই ছয়টি সামাজিক কাজের পদ্ধতি পদ্ধতিগত এবং মানুষকে সাহায্য করার পরিকল্পিত উপায়।

সামাজিক কর্মের পরিধি সমসাময়িক পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এবং দিনে দিনে তা প্রসারিত হচ্ছে তার ফলে সমাজকর্মের হস্তক্ষেপের পরিসরকে আমরা তিনটি স্তরে ভাগ করতে পারি যথা –

1) সংস্থা গুলি বেসরকারি, আধা সরকারি বা সরকারি যা সমাজকর্ম পরিষেবা প্রদান করে

2) যে উপায় গুলির মাধ্যমে তারা পরিষেবাগুলি প্রদান করে যেমন কেসওয়ার্ক, গ্রুপ ওয়ার্ক, কমিউনিটি অর্গানাইজেশন, সোশ্যাল অ্যাকশন, সোশ্যাল রিসার্চ ইত্যাদি

3) বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা যেগুলি তারা প্রদান করে সমাজ কর্মের উদ্দেশ্য, দর্শন এবং মূল্যবোধের কথা মাথায় রেখে ব্যক্তি গোষ্ঠী এবং সম্পদের মধ্যে পার্থক্য করা।

শৃংখলায়িতভাবে বিবেচনার মাধ্যমে মানুষের জীবনের প্রতি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করে : -

জনসাধারণের সহায়তা : - একটি ক্লায়েন্টের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা মেটাতে প্রদত্ত সহায়তাকে বোঝায়। এই ধরনের পরিসেবা মূলত বয়স্ক, অন্ধ বা অক্ষম ব্যক্তিদের দেওয়া হয়ে থাকে।

সামাজিক বীমা : - এটি মূলত বয়স্ক ব্যক্তি, বেকারত্ব, পেশাগত রোগ ইত্যাদি পূরণের জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

পরিবার কল্যাণ পরিষেবা : - পরিবারের কল্যাণার্থে একটি মানবিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সামাজিক কর্ম, বিবাহ, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সমস্যা, ভাই-বোনের লালন-পালন এই ধরনের উপাদানগুলি এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

শিশু কল্যাণ পরিষেবা : - এই পদ্ধতিতে আবাসিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশুদের যত্ন এবং সুরক্ষা, শিক্ষা এবং সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সুবিধা প্রদান করা হয়।

কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার সার্ভিস : - এই পদ্ধতিতে মূলত জনবহুল যুক্ত বস্তিগুলির উন্নতির কল্যাণমূলক দিকগুলি আলোচনা করা হয় যেমন - বস্তি ছাড়পত্র, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং যত্ন তার পাশাপাশি মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান খোঁজা এবং শহরে বিভিন্ন ধরনের উন্নত কেন্দ্র স্থাপন করে সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ ঘটানো হয় সকল মানুষের উন্নত জীবনধারনের লক্ষ্যে।

নারী কল্যাণ সেবা : - এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব, নারীদের সুরক্ষা, পারিবারিক কাউন্সেলিং, বিবাহ পরামর্শ, মহিলাদের আয় বৃদ্ধির সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

শ্রম কল্যাণ পরিষেবা : - নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণ এর পরামর্শ, শ্রম অধিকারের পক্ষে ওকালতি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, মূল্যবোধ শিক্ষা ইত্যাদি এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম।

প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের জন্য কল্যাণ পরিষেবা : - শারীরিকভাবে অক্ষম এবং বয়সের কারণে অক্ষম মানুষদের পরিষেবা প্রধানই এই প্রতিষ্ঠানগুলির মূল লক্ষ্য এই সকল মানুষের জন্য পুনর্বাসন, হোস্টেল, বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, অসুস্থদের জন্য কাউন্সিলিং, বৃদ্ধাশ্রম, সাংস্কৃতিক বিনোদনের সুবিধা ইত্যাদি প্রদান।

সমাজকর্মের প্রধান তিনটি কাজ -

সামাজিক কাজের মৌলিক কাজগুলিকে তিনটি বিস্তৃত আন্তঃনির্ভরশীল এবং আন্তঃসম্পর্কিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন;

১) সামাজিক কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার : -

প্রতিবন্ধী সামাজিক ক্রিয়াকলাপের পুনরুদ্ধার হল সমাজকর্ম পেশার প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক পরিচিত কাজ। এই কাজটি নিরাময়মূলক এবং পুনর্বাসনমূলক দিকগুলিতে বিভক্ত। নিরাময়মূলক দিকগুলি হল পরিবেশগত কারণগুলিকে নির্মূল করা যা

ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সামাজিক কার্যকারিতা ভেঙে দিয়েছে এবং পুনর্বাসনমূলক দিকগুলির ভূমিকা হল সমাজে মিথস্ক্রিয়া নিদর্শনগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং পুনর্নির্মাণ করা। পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, সামাজিক কাজ সেই বিন্দুতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে যেখানে ব্যক্তি তার পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করে। একজন ব্যক্তির কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্তকারী পরিবেশগত কারণগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক হতে পারে। এই কাজ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মনো-সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং পরিষেবার প্রাপকদের মনোভাবের পরিবর্তনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপর জোর দেয়। অতএব, উপরে উল্লিখিত পরিবেশগত কারণগুলির যে কোনও কারণে যদি কোনও ব্যক্তি অকার্যকর হয়ে পড়ে,

প্রথম কাজটি হবে ব্যক্তির স্বাভাবিক কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করা।

দ্বিতীয় কাজটি হ'ল কর্মহীনতার কারণে সৃষ্ট ক্ষতির মূল্যায়ন করা এবং ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসন এবং তাকে স্বাভাবিক মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য কৌশলগুলি তৈরি করা হয়।

২)সম্পদের বিধান : -

সম্পদের বিধানটি আরও উন্নয়নমূলক এবং শিক্ষাগতভাবে বিভক্ত। উন্নয়নমূলক দিকগুলি বিদ্যমান সামাজিক, মানবিক এবং বস্তুগত সম্পদের কার্যকারিতা প্রসারিত করার জন্য বা আরও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া জন্য ব্যক্তিগত ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার আনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শিক্ষামূলক কাজগুলি নতুন এবং পরিবর্তিত সংস্থান এবং পদ্ধতির জন্য নির্দিষ্ট শর্ত এবং প্রয়োজন সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

সামাজিক কর্মহীনতার প্রতিরোধ : -

সামাজিক কর্মহীনতার প্রতিরোধে কার্যকর সামাজিক কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রাথমিক সনাক্তকরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করা জড়িত। প্রধান দুটি বিভাগ হ'ল মানুষের মিথস্ক্রিয়া (ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী) এলাকায় সমস্যা প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয়ত, সামাজিক অসুস্থতা প্রতিরোধ। যদিও এটি সামাজিক কাজের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তবে বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে এটি অবহেলিত। সামাজিক কাজ সাধারণত নিরাময়মূলক এবং পুনর্বাসনমূলক কাজগুলিতে মনোনিবেশ করেছে এবং সমস্যা সমাধানের মডেলে কাজ করেছে।

দাতব্য : -

দাতব্য হল অভাবী লোকেদের সাহায্য করা এটি হচ্ছে দাতব্য এর মূল বক্তব্য। এটি একটি মানবিক কাজ হিসেবে পরিচিত এবং এটি একটি সমাজ সেবামূলক কাজ। দাতব্যদান বলতে বোঝায় অর্থ, খাদ্য, জিনিসপত্র এ সমস্ত কিছু সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে দেওয়া যারা সাধারণত দরিদ্র শ্রেণী হিসেবে পরিচিত। দাতব্য কাজটি বিভিন্ন রকম ট্রাস্ট এর মাধ্যমে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও করা যেতে পারে। মূলত রিলেশন এর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এরকম মানুষের সেবা প্রদানকেই দাতব্য বলা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় দাতব্য হল অভাব বঞ্চিত মানুষকে খাদ্য, জল, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্যের মতো অপরিহার্য দ্রব্য গুলির সরবরাহ করা। এটি একটি ধর্মীয় দিক থেকে জনহীতৌসিকর ও দানশীলতা মূলক কর্মকলাপ পদ্ধতি।

পরোপকার : -

পরোপকার সমাজকর্ম হল পরোপকারের ক্ষেত্রে একটি পেশাদার সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ। মূলত ভারতবর্ষে পেশাদার সমাজকর্মের প্রধান ক্ষেত্র হল পরোপকার। পরোপকার মূলত মানবজাতির ভালবাসা হিসেবে সংজ্ঞায়িত। পরোপকারের মাধ্যমে দাতব্য কাজগুলি সমাজের সমগ্র শ্রেণীর মানুষকে সহায়তা করতে সাহায্য করে। পরোপকার মূলত স্বেচ্ছায় সংগঠিত সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তি। এর মাধ্যমে এক শ্রেণীর মানুষ অপর দুর্বল শ্রেনীকে প্রাথমিক চাহিদা গুলির সমস্যা পূরণে সহায়তা করে।

তবে দাতব্য এবং পরোপকারের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে - দাতব্য একটি তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির জন্য একটি স্বাভাবিক এবং মর্মস্পর্শী প্রক্রিয়া এবং এটি মূলত স্বল্প মেয়াদী। অপরপক্ষে পরোপকার একটি দীর্ঘ মেয়াদী এবং পরিকল্পিত প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হয়। আবার অন্যদিকে দুর্যোগ জনিত ত্রাণ এর ক্ষেত্রে দাতব্য এবং পরোপকার উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে দাতব্য এবং পরোপকার উভয় প্রকার কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র এবং শোষিত মানুষকে মূলত পরিষেবা প্রদান করা এবং স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপনের সহায়তা করা। যে কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বা মানুষের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ এই সকল কাজে দাতব্য এবং পরোপকার দানের মাধ্যমে মানুষকে সহায়তা করায় সমাজ কর্মের মেন উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

2)সমাজকর্মের নীতিগুলো উপযুক্ত উদাহরণসহ লিখুন। সমাজকর্মের মূল্যবোধ কি? সমাজকর্মের নৈতিক নীতিগুলো আলোচনা করুন ? 7 + 4 + 7 = 18

NASW কোড অফ এথিক্সের প্রথম সংস্করণ, 1960 সালে প্রকাশিত, বলে যে সমাজকর্মীরা "মানবজাতির কল্যাণের জন্য সেবায় নিবেদিত" এবং "বৈষম্য ছাড়াই সকলের মঙ্গল প্রচার করা উচিত।" এই মৌলিক নীতি আজকে সত্য ধারণ করে, কিন্তু কোডটি তখন থেকে একটি এক-পৃষ্ঠার নথি থেকে পেশাদার আচরণের একটি শক্তিশালী নির্দেশিকাতে বিকশিত হয়েছে যা সামাজিক কর্মীদের এবং সামাজিক কাজের পেশাকে গাইড করার জন্য মূল মূল্যবোধ, নৈতিক নীতি এবং নৈতিক মানগুলির রূপরেখা দেয়।

2018 সালের শুরুর দিকে নৈতিকতার কোডের সাম্প্রতিকতম সংশোধনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এই পরিবর্তনগুলি প্রাথমিকভাবে গত 20 বছরে ঘটে যাওয়া প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং যোগাযোগের নতুন ফর্ম এবং সম্পর্ক নির্মাণ সহ নৈতিক অনুশীলনের জন্য তাদের প্রভাবগুলিকে সম্বোধন করে।

নিম্নলিখিত ছয়টি মূল মানগুলির একটি রূপরেখা রয়েছে যার উপর নীতিশাস্ত্রের কোড ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট বিস্তৃত নৈতিক নীতিগুলি সামাজিক কর্মীদের তাদের কাজে একটি নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। এটি NASW কোড অফ এথিক্স থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সমাজকর্ম পেশার ছয়টি মূল মূল্যবোধ -

১)সেবা
২) সামাজিক বিচার
৩)ব্যক্তির মর্যাদা এবং মূল্য
৪) মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব
৫) অখণ্ডতা
৬) কর্মদক্ষতা

সামাজিক কাজের মূল মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নীতিগুলি নিম্নরূপ -